যুগান্তর

25 JUL 2005

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে কারিগরি শিক্ষা কোর্স জরুরি

মাওলানা মুহাম্মদ আবু মুসা, চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল

মসজিদনগরী রাজধানী ঢাকার শীর্ষ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেখ জনুরুদ্দিন (রহ.) দারুল কোরআন শামসুল উলুম চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা। ১৯৫৪ সালে দানবীর জনুরুদ্দিনের ওয়াকফকৃত জমিতে গড়ে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৯১-৯২ সালে কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শ্রেণী 'দাওরায়ে হাদিস' চালু করা হয়। মাদ্রাসাটি আল্লামা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদীর (রহ.) সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে অল্পদিনেই শীর্ষ মাদ্রাসার কাতারে চলে আসে। উল্লেখ্য, এ মাদ্রাসায় আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, ড. মুশতাক আহমদ, মাওলানা আবদুল মতীন, মাওলানা আবদুস সালাম, মাওলানা কেফায়েতুল্লার মতো খ্যাতিমান আলেমরা শিক্ষকতা করেছেন। ইসহাক ফরিদীর (রহ.) ইন্তেকালের পর ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পেয়েছেন আলেম লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আবু মুসা। এক বিকালে তার মুখোমুখি হয়েছিলাম-

প্রশ্ন : আল্লামা ইসহাক ফরিদীর (রহ.) ইন্তেকালের পর মাদ্রাসার বর্তমান সম্পর্কে কিছু বলুন।

আবু মুসা : আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভাল। শায়খুল হাদিস হিসেবে আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমীকে আনা হয়েছে। মাদ্রাসার অন্যান্য ওস্তাদরা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বর্তমান মোতাওয়াল্লি আলহাজ্ব বোরহান উদ্দিন ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্র এমাদ উদ্দিন নুমানও মাদ্রাসার উন্নতির জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছেন।

প্রশ্ন : মাদ্রাসাটি আল্লামা ফরিদীর (রহ.) মতোই চালাবেন, নাকি কোন পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করছেন?

উত্তর : পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করছি না। আল্লামা ফরিদী যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পূরণই আমাদের প্রথম লক্ষ্য। নিয়মিত বিভাগগুলোর পাশাপাশি আল্লামা ফরিদীর স্বপ্ন ছিল কম্পিউটার কোর্স, পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্ররা যাতে কম্পোজ, গ্রাফিক্স, সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে মাদ্রাসা থেকে বের হতে পারে।

ইংরেজি শিক্ষা কোর্স ও বৃহত্তর লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা, যা মাদ্রাসারসহ মহল্লার মানুষেরও কাজে আসবে। একটি বৃহত্তর প্রকাশনা বিভাগ চালু করা।

প্রশ্ন : মাদ্রাসায় কি কারিগরি শিক্ষার কোন আয়োজন করা যায় না?

উত্তর : অবশ্যই কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এটিও আল্লামা ফরিদীর একটি স্বপ্ন ছিল। প্রয়োজনে আলাদা কারিগরি মাদ্রাসা অথবা তার সঙ্গেই কারিগরি শিক্ষা বিভাগ চালু করা খুবই জরুরি। এটি দারুল উলুম দেওবন্দের একটি নীতিমালাও বটে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে কারিগরি বিদ্যা সংযোজন করা সময়ের দাবি।

প্রশ্ন : মাদ্রাসায় সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কোর্স চালু করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর : হ্যাঁ অবশ্যই চালু হতে পারে। এটি নিঃসন্দেহে ভাল উদ্যোগ। আমরাও এ বিভাগটি শিগগিরই চালু করতে যাচ্ছি।

মাসউদুল কাদির